মেহেরপুরে ৫১ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৫১ বোতল ফেন্সিডিলসহ রায়হান
(২৪) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল। বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর পশ্চিমপাড়া এলাকা থেকে রায়হান কে গ্রেফতার করা হয়। রায়হান ভবানীপুর পশ্চিম পাড়া এলাকার আলী হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবি’র ওসি জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে এসআই সুলতান মাহমুদ, হাবিবুর রহমান,এএসআই আহসান হাবীব, হেলাল উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ভবানীপুর গ্রামে অভিযান চালায়। এ সময় রায়হান কে আটক করার পর তার কাছ থেকে ৫১ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ছোট ভাইয়ের লাশ দেখতে এসে প্রাণ গেলো বড় বোনের, পৃথক স্থানে লাশ দাফন

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ছোট ভাইয়ের লাশ দেখতে এসে বেনী খাতুন (৪০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (০৮ ডিসেম্বর) উপজেলার সোনাতুনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরিবারের সদস্যরা জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলা জেহালা ইউনিয়নের সোনাতুনপুর গ্রামের মৃত কাঙালী মণ্ডলের ১০ সন্তান। চতুর্থ ছেলে আবদুল মান্নান (৪০) গত ১৯ দিন আগে বার্ধক্যজনিত কারণে স্ট্রোক করেন। ওইদিনই মান্নানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার (০৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়।

এদিকে বুধবার (০৮ ডিসেম্বর) ভোরে লাশবাহী এম্বুল্যান্সযোগে আব্দুল মান্নানের মরদেহ নিজ গ্রাম সোনাতুনপুর গ্রামে আনা হয়। এসময়
থেকে শেষবারের মতো দেখতে আসেন তার সেজ বোন বেনী খাতুন (৪৫)। ভোর ৫টার দিকে ভাই আবদুল মান্নানের মৃত মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রোক করেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা পাশের একটি ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত বেনী খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আমিরপুর গ্রামের আমজাদ হোসেনের স্ত্রী।

এদিকে ভাই-বোনের এমন অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সকাল ৯টায় সোনাতনপুর গ্রামস্থ গোরস্থানে ভাই ও বোনের দাফন করা হয় তার স্বামীর বাড়ি শরিষাডাঙ্গায়। জেহালা ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল হক রোকন বলেন,বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত আবদুল মান্নান মঙ্গলবার ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। বুধবার ভোরে মরদেহ পৌছালে মৃত ভাইলে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেনী খাতুন চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান। এরপরই ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্বজনরা আজও খুঁজে ফেরেন শহীদ হাফিজউদ্দীন ও তাঁর পুত্রের লাশ

কী হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক সেই দৃশ্য! পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদররা সারা দেশের মতো মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার বুদ্ধিজীবীদের ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে হত্যার করে।১৫ আগস্টগভীর রাতেপাকহানাদার বাহিনী একটি ট্রাক নিয়ে মেহেরপুরের গাংনী শহর লাগোয়া চৌগাছা গ্রামে হাফিজউদদীন বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িটি চিনিয়ে দেয় স্থানীয় রাজাকাররা। এক ছেলে একরামুল হক-ছোট যুদ্ধে গেছেন। বড়ছেলে বজলুল হক, মেজছেলে সিরাজুল হক মিন্টু, সেজছেলে এমদাদুল হক-বড় বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করেছেন।বাড়িটি তখন খাঁ খাঁ করছে। অস্ত্র নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তাম। মুক্তিযুদ্ধে আমার বাবা, মামা ও এক ভাই শহীদ হন। দেশের জন্য আমাদের পরিবার অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করেছে। কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগের কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলেনি। তাদের নামে এলাকার কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সড়ক বা স্থাপনার নামকরণ করা হয়নি। এ জন্য আমি মর্মাহত এবং গ্লানিবোধ করি।’ পঞ্চম পুত্র শিক্ষক এনামুল হক বলেন, বাবা ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ। ছিলেনমওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ অনুসারী।উদার-অসাম্প্রদায়িক চিন্তার মানুষ হিসেবে তিনি কোনোদিন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল সমর্থন করেননি। আমাদের পরিবারের সবাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক কারণে স্থানীয় শান্তি কমিটির নেতা ও রাজাকাররা বাবার উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। রাজাকারদের প্রত্যক্ষ মদতে পাক হানাদার বাহিনী বাবাকে হত্যা করে। তিনি দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন। বাবার সাহসিক আত্মত্যাগের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি।

লেখক: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক ও সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীর তিন লাখ টাকা গায়েব

পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পোস্ট অফিসে পারিবারিক সঞ্চয় বীমায় টাকা জমা করেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন। ২০১৭ সালে তিনি এক কালীন আট লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা করেন। মনোয়ারা খাতুন অজান্তে এবং স্বাক্ষর ছাড়াই তার হিসাব নম্বর থেকে গায়েব হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। দায়িত্বরত পোস্ট মাস্টার বলছেন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী মনোয়ারা খাতুনের আত্নীয় এ টাকা উত্তোলন করেছে। মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের দাবী টাকা হাতি নিয়েছে দায়িত্বরত পোস্ট মাস্টার। মনোয়ারা খাতুন টাকা হারিয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরছেন অনেকের দ্বারে দ্বারে। কোথায় গেলে সুরাহা পাবেন তাও জানেন না ভুক্তভোগী ওই মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।

পোস্ট মাস্টার। পরে কুষ্টিয়াতে যোগাযোগ করার পর জানতে পারি আমার স্ত্রী মনোয়ারা বেগমের হিসাব থেকে বিভিন্ন তারিখে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। আমি এখন কি করব, সুরাহা পাচ্ছিনা। তাছাড়া বর্তমান ডিজিটাল সময়ে আমার এতগুলো টাকা গায়েব হয়ে যাবে তা মানতে কষ্ট হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একটি রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার সাথে পরিচালিত হয়। সেখান থেকে টাকা গায়েব হবে কেন? আমি এর ন্যয্য বিচার চাই।
গাংনী উপজেলা পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানো কোন নমুনা স্বাক্ষর সংরক্ষণ করা হয়না। শুধুমাত্র গ্রাহকদের কুপন দেয়া হয়। উক্ত কুপন যিনি আমাদের প্রদান করবেন তিনিই টাকা পাবেন। তবে মনোয়ারা বেগমের নাতি ডিউক টাকা উত্তোলন কেরেছ। উপজেলায় কতজন গ্রাহক এমন সঞ্চয় রেখেছেন তার পরিসংখ্যাণ নেই বলেও জানান নজরুল ইসলাম।
মেহেরপুর জেলা পোস্ট মাস্টার জহুরুল হক রানা বলেন, প্রতিটি সদস্যের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। এবং প্রতিটি গ্রাহক সঞ্চয় খোলার সময় নমুনা স্বাক্ষর দিয়ে রাখেন। আমরা তা সংরক্ষণ করি। যারা কুপন নিয়ে আসেন তাদের নমুনা স্বাক্ষর যাচাই করা হয়ে থাকে। কুপন হাতে অন্যরা আসলেও মোবাইলের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে কথা বলে নেয়া হয়। টাকা গায়েব হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, আমি এই প্রথম শুনলাম বিষয়টি ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল দেখভাল করেন। আমি উনার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে সহযোগীতা করব। ডেপুৃটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল(কুষ্টিয়া) খন্দকার মাহাবুব হাসেন হোসেনের সাথে অফিসিয়াল টেলিফোনে একধিকবার যোগাযোগ করা হলে টেলিফোন রিসিভ না করাই মন্তব্য লেখা সম্ভব হয়নি।

দর্শনা-জীবননগর সড়কে ট্রাক-মিনিট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ঘ

দর্শনা-জীবননগর সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ঘের ঘটনা ঘটেছে। এতে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে দুটি ট্রাকের চালক ও সহকারীর প্রাণ।
মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে আকন্দবাড়িয়া জৈব সার কারখানার

সামনে দর্শনা-জীবননগর প্রধান সড়কের নিকটবর্তী স্থানে এ দূর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে দূর্ঘটনায় কবলীত দুটি ট্রাক উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানাগেছে, ঢাকা গাজীপুর হতে এস,কে,বি কোম্পানী এসএস পাইপ ভর্তি একটি মিনিট্রাক যার রেজি নং-(ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৫-১৫৩৩) দর্শনা- জীবননগর সড়ক ধরে যশোরের উদ্দ্যেশে যাচ্ছিল। এসময় দর্শনা-জীবননগর আকন্দবাড়িয়া জৈব সার কারখানার সামনে প্রধান সড়কের নিকটবর্তী স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি খালি ট্রাক যার রেজি নং-(চুয়াডাঙ্গা ট-১১-০৪৪৩) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিনি ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কা দেয়।

এতে ট্রাক দুটি ক্ষতিগ্রস্থ হলেও প্রানে বেঁচে যায় ট্রাক দুটির চালক ও হেলপার। ঘটনার পরপরই পালিয়ে যায় ট্রাকের চালক ও হেলপার। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌছায় দর্শনা থানা পুলিশ। এরপর দূর্ঘটনায় কবলিত ট্রাক দুটি পুলিশ হেফাজতে নেয়

দর্শনা সীমান্ত থেকে প্রায় ২ কোটি টাকার ২৩টি স্বর্ণের বার উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন দামুড়হুদার উপজেলার দর্শনা থানার সীমান্তবর্তী সুলতানপুর গ্রাম থেকে ২ কেজি ৬৮৩ গ্রাম (২৩০ ভরি) ওজনের ২৩টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে এই স্বর্ণের বার পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বণের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।
চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির পরিচালক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পিএসসি, মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে তিনি জানতে পারেন ভারতে বড় একটি স্বর্ণের চালান পাচার হবে। এমন তথ্যর ভিত্তিত্বে সুলতানপুর বিওপির নায়েক রবিউল ইসলাম এর

নেতৃত্বে একটি বিশেষ টহল দল সুলতানপুর সীমান্তের ৭৭নং মেইন পিলার থেকে এক কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সুলতানপুর নামক স্থানে অভিযান চালায়।

এসময় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে গেলে সেখান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ২ কেজি ৬৮৩ গ্রাম (২৩০ ভরি) ওজনের ২৩টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে।

যার আনুমানিক মূল্য- ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ।তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানী কে আটক করতে পারেনী। সুলতানপুর বি ও পি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে দর্শনা থানায় সাধারন ডায়েরী করছে বলে জানিয়েছেন দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সামসুদোহা।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা মুক্ত দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা মুক্ত দিবস উপলক্ষে কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মালিক, প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মালিক স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের স্মৃতিচারণ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সম্মুখ সমরে তাঁদের অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেন। জীবন বাজি রেখে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার মা বোনের সহযোগিতার কথা তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি সংরক্ষণে জেলাবাসীকে আরো যত্নশীল হবার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম উপদেষ্টা এবং সহয়োগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ, জাতীয় শ্রমিকলীগের চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজালুল হক বিশ্বাস।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক, সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজালুল হক বিশ্বাস।

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য দেন অরিন্দমের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম সৈকত, অধ্যক্ষ শাজাহান আলী বিশ্বাস, ইদ্রিস মন্ডল প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন আনছার আলী, ইদ্রিস মন্ডল, ডাঃ তোফাজ্জেল হোসেন,সুমন ইকবাল, নটরাজ হারুন,জুবায়ের হাসান,আশিকুজ্জামান আসাদ।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংলাপের সাধারণ সম্পাদক আহসান খান, সদস্য শাহীন,অরিন্দমের সদস্য ইয়াকুব জোয়ার্দ্দার সুমন, আহাদ আলী মোল্লা, রিচার্ড রহমান, গোলাম কবির মুকুল, কাজল মাহমুদ, হোসেন মোঃ ফারুক,হোসেন জাকির প্রমুখ।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল জাতির বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ঐতিহাসিক মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ভবন ও স্থাপনা রক্ষা করেও বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা যায় এবং উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনা করেন মোঃ আনছার আলী।

দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় হামিদা গঙের হামলায় কৃষক আজিজুল জখম

দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় কৃষক আজিজুলকে পিটিয়ে জখমের অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার হামিদা গঙদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১ টার

দিকে গ্রামের কেরুজ মাঠের পার্শ্বে রাস্তার ধারে ঘটনাটি ঘটে।

এতে মারাত্বক ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। উক্ত ঘটনায় হামিদা সহ ছেলে মনিরুল মোল্লা, মেয়ে শেফা ও আলামিন নামের আরও একজনের বিরুদ্ধে থানা পুলিশে অভিযোগ করেছে।

অভিযোগে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া গ্রামের স্কুল পাড়ার মৃত শমসের আলীর ছেলে আজিজুল হক বাড়ির পার্শ্ববর্তী আকন্দবাড়িয়া কেরুজ চিনিকলের অধিনস্থ মাঠের পাশের রাস্তায় ঝোড়-ঝাপ কাটছিল। এসময় একই এলাকার লালুর ছেলে মনিরুল মোল্লা (২৮), মেয়ে শেফা (৩০) লালুর স্ত্রী হামিদা (৫২) ও জাহিদুলের ছেলে আলামিন অহেতুক ভাবে আজিজুলকে গালিগালাজ করতে থাকে।

ফলে তাকে গালিগালাজ করার উদ্দশ্য জানতে চাইলে রাস্তার পার্শ্বে থাকা কচা গাছের ডাল ও কাঠের বাইলধারা দিয়ে বেধরক ভাবে পিটাতে থাকে। এতে করে রক্তাক্ত জখম সহ মারাত্বক ভাবে আহত হয় কৃষক আজিজুল হক। এসময় তার আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে উদ্ধার করে। এরপর পরিবারের লোকজন তাকে চিকিৎসার জন্য দামুড়হুদা উপজেলা চিৎলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নেয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছে আজিজুল হক।

আজিজুল অভিযোগ করে বলেন, আমার বাড়ির পার্শ্বে কেরুজ চিনিকলের অধিনস্থ আকন্দবাড়িয়া ফার্মের আওতায় কিছু জমি রয়েছে চাষের অনুপযোগী। এ জমি চাষের জন্য জমিতে থাকা বন-জোঙ্গল

আমি পরিস্কার-পরিছন্ন করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের সাথী ফসলের খাটো আবাদ করছি। ওই জমির মধ্যে আবাদি ফসল প্রতিবেশী লালুর স্ত্রী আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী হামিদা ও তার গৃহপালিত ছাগল দিয়ে বিনষ্ট করছে। এনিয়ে কয়েকদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে জমির পার্শ্বে সড়কের ধারের ঝোড়-ঝাপ কেটে পরিস্কার করছিলাম। এসময় ঝোড় পরিস্কার করা নিয়ে হামিদা ও ছেলে মনিরুল মোল্লা এনিয়ে আমার সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এরই একপর্যায় লালুর স্ত্রী হামিদা, ছেলে মনিরুল, মেয়ে শেফা ও জাহিদুলের ছেলে আলামিন রাস্তার পার্শ্বে থাকা কচা গাছের ডাল ও কাঠের তৈরী বাইলধারা নিয়ে অতর্কিত ভাবে হামলা চালায় এবং আমাকে টেনে-হেঁচরে হামিদার বাড়ির মধ্য নিয়ে বেধরক ভাবে মারধর শুরু করে।

এতে আমি রক্তাক্ত জখম হওয়া সহ মারাত্বক ভাবে আহত হয়।

এসময় আমার আর্তচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে আমাকে চিকিৎসার জন্য দামুড়হুদা উপজেলা চিৎলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নেয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক জানায়, সে ব্যাপক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় তার বুকে ইঞ্জুরী হয়েছে।

হামলার কারণ হিসাবে আজিজুল আরও বলেন, হামিদা একজন চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী। তার ধারনা ঝোড়-ঝাপের মধ্যে হয়তো মাদক লুকিয়ে রাখতো। আমি ঝোড় কাটাতে তাদের হিংসা হওয়ায় আমার উপর হামলা চালানো হয়েছে।

এবিষয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানা পুলিশে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার আইনে অসীম সাহাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা বিক্রয়ের দায়ে দোকান মালিককে জরিমানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার আলমডাঙ্গার আসাননগরে মেসার্স অন্নপূর্ণা ট্রেডার্সকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগরে অবস্থিত মেসার্স অন্নপূর্ণা ট্রেডার্স দীর্ঘদিন বসুন্ধরা গ্রুপের ডিলার হিসাবে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা করে।

ব্যবসার আড়ালে বসুন্ধরা গ্রুপের মেয়াদ উত্তীর্ণ আটায় নকল মেয়াদ বসিয়ে বাজারজাত করছে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে বসুন্ধরা গ্রুপের ডিলারের গোডাউনে মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা পাওয়ায় ডিলার মালিক অসীম সাহাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়াও মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা গুলো নষ্ট করে ও সিলের সরঞ্জামগুলো ধ্বংস করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার এস আই তারিফ সঙ্গী ফোর্স।

চুয়াডাঙ্গায় হানাদার মুক্ত দিবস পালিত

৭ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা হানাদার মুক্ত দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে । ১৯৭১ সালের এই দিনে শত্রুমুক্ত হয় চুয়াডাঙ্গা। বাঙালির ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ। আর এই যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার মুক্তিবাহিনী অবদান ছিলো অপরিসীম। দিবসটিকে ঘিরে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা শহরের শহীদ হাসান চত্বরে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার এবং পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র মোঃ জাহাঙ্গীর মালিক খোকন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ইউনিট, জেলা আওয়ামীলীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। পরে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙালির ইতিহাসে গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা সংগ্রাম যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার মুক্তিবাহিনী অবদান ছিলো অপরিসীম। স্বাধীনতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত ভারত সীমান্তবর্তী এ চুয়াডাঙ্গার রয়েছে গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গনের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয় এখানে। চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকেই কার্যক্রম শুরু করে তৎকালীন রেডক্রস বর্তমান রেডক্রিসেন্ট। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার পর